পবিত্র মাহে রামাযান ১৪৩৫ হিজরী উপলক্ষে

দেশব্যাপী হিফযুল হাদীছ প্রতিযোগিতা ২০১৪

◈ **হিফযুল হাদীছ অর্থসহ** : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

◈ **প্রতিযোগীদের জ্ঞাতব্য :**

১. প্রতিযোগীকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রাথমিক/সাধারণ পরিষদ/কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যা হতে হবে।

২. সদস্য ভর্তি ফরম সহ সংশ্লিষ্ট যেলা/উপযেলা/এলাকা সভাপতির সুফারিশপত্র সংগে আনতে হবে।

৩. শাখা, উপযেলা, মহানগর ও যেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং সংশ্লিষ্টস্তরে ৩ জন বিজয়ী প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হবে।

৪. পরীক্ষায় পূর্ণমান হবে ১০০ এবং প্রত্যেক স্তরে ৩ জন করে বিচারক যেলা কর্তৃক মনোনীত হবেন।

৫. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে।

৬. স্ব স্ব স্তর মনে করলে সকল প্রতিযোগীকে উৎসাহ পুরস্কার দিতে পারে।

◈ **প্রতিযোগিতার তারিখ :**

১. শাখায় : ১১ই জুলাই (শুক্রবার, সকাল ৯টা)।

২. উপযেলায় : ১৮ই জুলাই (শুক্রবার, সকাল ৯টা)।

৩. যেলায়/মহানগরীতে : ২৫শে জুলাই (শুক্রবার, সকাল ৯টা)।

প্রবাসীদের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের **'আন্দোলন'**-এর কর্মপরিষদ কর্তৃক একই নিয়মে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। যেলা, মহানগর ও প্রবাসী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম-ঠিকানা ও সাংগঠনিক মানসহ পূর্ণ রিপোর্ট দ্রুত কেন্দ্রে পাঠাবেন।

আয়োজনে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭১৬-০৩৪৬২৫। **প্রতিযোগিতার হাদীছ সমূহ, ডাউনলোড লিংক-**

www.ahlehadeethbd.org/syllabus

বিসমিল্লাহ-হির রহমা-নির রহীম

মাহে রামাযান ১৪৩৫ হিজরী উপলক্ষে

হিফযুল হাদীছ প্রতিযোগিতা ২০১৪ (১০টি হাদীছ)

١. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الإِيْمَانِ"- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল তাওহীদের ঘোষণা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং সর্বনিম্ন হ'ল রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা' *(বুখারী হা/৯, মুসলিম হা/৩৫, মিশকাত হা/৫)*।

٢. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِه وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِه- رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ-

২. হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বেঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)*।

٣. عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِه إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

৩. হারেছ আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যা আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন : (১) তোমরা জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন কর (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ কর (৩) তাঁর আনুগত্য কর (৪) (দ্বীনের প্রয়োজনে) হিজরত কর এবং (৫) আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ কর। আর যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হ'তে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন হ'ল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের প্রতি দাওয়াত দিল, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম' *(আহমাদ হা/১৭২০৯, তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪)*।

٤. عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৪. হযরত ছুহায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারু জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*।

٥. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّه حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمْرِه فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِه فِيْمَا أَبْلاَهُ وَمَالِه مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, 'ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তান তার প্রতিপালকের নিকট থেকে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পা বাড়াতে পারবে না। ১- তার জীবন সম্পর্কে, কিসে তা অতিবাহিত করেছিল। ২- তার যৌবন সম্পর্কে, কিসে তা জীর্ণ করেছিল। ৩- তার মাল সম্পর্কে, কোন পথে তা উপার্জন করেছিল এবং ৪-

কোন পথে তা ব্যয় করেছিল। ৫- তার ইল্‌ম সম্পর্কে, তদনুযায়ী সে আমল করেছিল কি-না' *(তিরমিযী হা/২৪১৬, মিশকাত হা/৫১৯৭)*।

٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

৬. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, মুসলমান তিনি যার যবান ও হাত হ'তে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং মুহাজির তিনি, যিনি আল্লাহ্‌র নিষেধ সমূহ হ'তে হিজরত করেন *(বুখারী হা/১০, মিশকাত হা/৬)*।

٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْضَلُ قَالَ : أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. قَالَ فَأَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْيَسُ قَالَ : أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ- رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ-

৭. হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন আনছার ব্যক্তি এসে তাঁকে সালাম দিল। অতঃপর বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! সর্বোত্তম মুমিন কে? তিনি বললেন, যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। অতঃপর বলল, সর্বাধিক বিচক্ষণ মুমিন কে? তিনি বললেন, 'যে মুমিন মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং পরকালীন জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করে' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯)*।

٨. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ : مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বান্দা বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মাল হ'ল তিনটি : (১) যা সে খায়, অতঃপর তা নিঃশেষ করে। (২) যা সে পরিধান করে, অতঃপর তা জীর্ণ করে এবং (৩) যা সে ছাদাক্বা করে, অতঃপর তা (পরকালের জন্য) সঞ্চয় করে। এগুলি ব্যতীত বাকী সবই চলে যাবে এবং লোকদের জন্য সে ছেড়ে যাবে' *(মুসলিম হা/২৯৫৯; মিশকাত হা/৫১৬৬)*।

٩ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ -

৯. আব্দুর রহমান বিন সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'হে আব্দুর রহমান বিন সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কারণ তোমাকে যদি সেটা চাওয়ার ফলে দেওয়া হয় তাহ'লে সেদিকেই তোমাকে সমর্পণ করা হবে। আর যদি তুমি না চেয়েই সেটা পাও, তবে এর জন্য তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে' *(বুখারী হা/৬৬২২, মুসলিম হা/১৬৫২)*।

١٠ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهاَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ لاَ مَا صَلَّوْا، لاَ مَا صَلَّوْا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

১০. হযরত উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'তোমাদের উপর অনেক শাসক হবে, যাদের কোন কাজ তোমরা পসন্দ করবে এবং কোন কাজ তোমরা অপসন্দ করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা অপসন্দ করবে, সে (মুনাফেকী থেকে) নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে খুশী হবে ও তার অনুসরণ করবে (সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে)। এ সময় ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি ঐসব শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে' *(মুসলিম হা/১৮৫৪)*।